হর্স গার্ড প্যারেড

রানির অশ্বারোহী বাহিনী

রানির প্রহরী

ট্রাফাল্গার স্কয়ার থেকে আমার গন্তব্যের দূরত্ব বেশি নয়, তাই আমি বেশ আয়েশ করেই হেলে দুলে চারপাশ দেখতে দেখতে হেঁটে চললাম। রাস্তাটি একদম সোজা এবং রাস্তাটির শেষ প্রান্তের একটি বিশাল বিল্ডিং-এর মাথার পিছন দিয়ে উপরে উঠে গেছে হলুদ রঙের লন্ডনের বিখ্যাত বিগবেন ক্লক টাওয়ার। যদিও আমাকে ততটা দূর পর্যন্ত যেতে হবে না, তার আগেই ফুটপাথের ডান পাশে থাকা দুটি ঘোড়াকে খুঁজে নিতে হবে। রাস্তার পাশ ঘেঁষে হোয়াইট হল নামের সারি সারি যে সাদা বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পুরনো হলেও সেগুলোতে যত্নের ছাপ স্পষ্ট। বেশির ভাগই ৫ তলা সমান উঁচু এবং বাড়িগুলো একে অপরের গায়ের সাথে লাগানো। অবশ্য ওখানে একটি বাড়িকে দেখলাম দুটো লাল রঙ-এর বাড়ির মাঝে সরু স্যান্ডউইচের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ফুটপাথসহ রাস্তাটি কিন্তু খুবই পরিচ্ছন্ন, লন্ডনের এই একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যতবারই এখানে ভ্রমণে এসেছি, ততবারই এর ঝকঝকে পরিচ্ছন্নতা আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য তার কারণও আছে, প্রতিদিন সকালে এখানে রাস্তাঘাট, ফুটপাথ সব পরিষ্কার করা হয়। ফুটপাথে একটি সবুজ রঙের ময়লা ফেলার পাত্র দেখে মনে পড়ল, অনেকক্ষণ ধরে পকেটে চকোলেটের মোড়ক নিয়ে ঘুরছি। এবার যথাস্থানে যথা কর্ম করা যাক ভেবে সেই পাত্রে কাগজটাকে ফেলে দিলাম।

ঘোড়া দেখার আগেই আমার চোখ পড়ল সমবেত জনতার উপর। একটি সাদা পাথরের গেটের সামনে লোকজন জমায়েত হয়েছিল। গেটের দু'পাশের দেওয়ালের মাঝে একটা করে তোরণ দেখলাম, যার ভেতর দিয়ে একজন করে

▼ অশ্বারোহী বাহিনী

লোক কমপ্লেক্সের ভিতর ঢুকতে পারে। প্রত্যেক তোরণের নিচে একটি ঘোড়ার উপর ইংল্যান্ডের রানির একজন করে নিজস্ব প্রহরী বসে ছিল।

যেহেতু দর্শনার্থীরা ঘোড়ার পাশে গিয়ে ছবি বা সেলফি তুলছিল, তাই ঘোড়ার সওয়ার গরম কালো কোট পরা প্রহরী চারপাশে বেশ সজাগ দৃষ্টি রাখছিল। প্রহরীটি এক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে, আর ঘোড়াটিও একইভাবে নিশ্চল ভঙ্গিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রহরীটির মাথার রুপোলি শিরস্ত্রাণটি চকচক করছিল। শিরস্ত্রাণের ঠিক মাঝখান দিয়ে ১ ফুট লম্বা একটি সরু দণ্ড উপরে উঠে গেছে। দণ্ডটির মাথা থেকে দুই পাশে এক গুচ্ছ করে হলুদ রঙের সুতো ঝুলে আছে। সুতোর রঙটি বুঝিয়ে দেয় প্রহরীটি কোন রেজিমেন্টের বা বাহিনীর সদস্য।

প্রহরীরা কিন্তু প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে নয়, বরং তারা তাদের নিয়মিত দায়িত্বের অংশ হিসেবেই রাজ পরিবারের প্রহরায় আছে। প্রত্যেক প্রহরীই ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর সক্রিয় সদস্য, যাদের রাজ পরিবারের সেবায় নিয়োজিত থাকার জন্য অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে। রাজ প্রহরী হিসেবে সাময়িক দায়িত্ব পালন শেষে আবার তারা ব্রিটিশ আর্মির নিয়মিত দায়িত্বে ফিরে যায়। গেটের পিছনে যে দুজন প্রহরী, এরাই হর্স গার্ড প্যারেড বা অশ্বারোহী প্রহরী দলের সদস্য।

ঘড়ি দেখে বুঝলাম আমার পূর্ব পরিকল্পিত অনুযায়ী গন্তব্যে যেতে হাতে খুব বেশি হলেও আর দশ মিনিট সময় আছে। আমি তাড়াহুড়ো করে গেটের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম। চারপাশের বাড়ির সাদা দেওয়ালের মাধ্যমে ভিতরের ছোট্ট উঠোনটি ঘেরা। মাটির সমান্তরাল কয়েকটি তোরণ এবং তার নিচেও একটি তোরণ ছিল। উঠোনের দুই পাশে দুজন করে প্রহরী দায়িত্ব পালন করছে। তাদের ডান হাতে ধরা তরবারিটি সোজা আকাশের দিকে উঠানো, সজাগ দৃষ্টিতে মনোযোগের সাথে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর-পরই তারা পাশাপাশি সামনে-পিছে কয়েক কদম মার্চ করে আবার আগের জায়গায় ফিরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে।

দর্শনার্থীদের ছোট্ট একটি দল প্রত্যেক প্রহরীর সামনে বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে সারি বেঁধে দাঁড়ালো, যাতে প্রত্যেকেই নিয়ম মেনে প্রহরীর কাছে গিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত ছবি বা সেলফি তুলতে পারে। এরা কেউই তখনও বুঝতে পারেনি যে দ্রুতই অন্যদিকে কিছু ঘটনা ঘটতে চলেছে।

হঠাৎ করেই ঘটনাটা চোখে পড়ল, আমি সামনের দেওয়ালের তোরণের নিচে দিয়ে হেঁটে কয়েক ফুট অন্ধকার একটা গলি অতিক্রম করে খোলা জায়গায় পৌঁছলাম। প্রায় ৩ টে ফুটবল মাঠের আকারের সমান, ধুলোয় ঢাকা

পালাবদলের জন্য প্রহরীদের প্রস্তুতি

আর পাথুরে সেই খোলা প্যারেড গ্রাউন্ডে কোন ঘাস ছিল না। তোরণের দুই পাশে জড়ো হওয়া মানুষের ছোট্ট একটি দল, এরা আগে থেকেই জানতো এখানে কী ঘটতে চলেছে। আমার সামনে প্যারেড গ্রাউন্ডের ৫০ মিটার ছাড়িয়ে দর্শনার্থীদের একটি লাইন, তার পাশে দ্রুতই একটু জায়গা খুঁজে নিলাম। লাইনটির পিছনে কমপ্লেক্সের একটি বাড়ি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, এর জানালাগুলোতে লাল ইটের বর্ডার দেওয়া, সম্ভবত ৫ তলা সমান উঁচু এবং এর ছাদের দুই প্রান্তে দুটি সবুজ রঙের গম্বুজ। বিশাল সেই ভবনটি পুরো প্যারেড গ্রাউন্ডের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত। আমি যেখানে অপেক্ষা করছিলাম, সেখানে দর্শনার্থীদের দুটি দল লাইন করে মাঝের তোরণ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিল। একটা দড়ি দিয়ে দর্শনার্থীদের জন্য প্যারেড গ্রাউন্ডে দাঁড়ানোর সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল যাতে কেউ সেই দড়ি অতিক্রম করতে না পারে। আমার ডান দিক থেকে একটি ছোট রাস্তা প্যারেড গ্রাউন্ড হয়ে প্রায় ১০০ মিটার দূরে গিয়ে কিছুটা উঁচু হয়ে যাওয়া অন্য একটা রাস্তার সাথে মিশে গিয়ে আবার বাঁক নিয়ে সারিবদ্ধ গাছ বিশিষ্ট আরেকটি রাস্তার সাথে মিশেছে এবং শেষ পর্যন্ত চলে গেছে রানীর বাসভবন বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে। যেমনটি আশা করেছিলাম, ঠিক যথাসময়ে প্রধান ভবনের তোরণ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে প্রহরীরা আসতে শুরু করল, গায়ের লাল কোট হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, সাদা দস্তানা পরা ডান হাতে সোজা উপরে উঁচু করে ধরা তরবারি। আমার বিপরীত দিকে থাকা দর্শনার্থীদের সামনে এসে তারা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ালো আজকের এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রহরীর দল। হর্স গার্ড প্যারেডের প্রথা অনুযায়ী সৈন্যদের দায়িত্বের পালাবদলের আনুষ্ঠানিকতার সময় হয়েছে। প্যারেড গ্রাউন্ডের বাঁ পাশ থেকে মাটিতে আঘাত করা ঘোড়ার খুরের শব্দ খুব স্পষ্ট হয়ে আমার কানে এল। বাঁ পাশে তাকাতেই দেখলাম রাস্তা দিয়ে উজ্জ্বল সবুজ রঙের জ্যাকেট পরা লন্ডনের অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনীর দুজন কর্মকর্তা আসছে। তাদের পিছন পিছন রাজকীয় প্রহরীদের একটি দল জোড়ায় জোড়ায় ঘোড়ার পিঠে ধীরে ধীরে আসতে লাগলো। সূর্যের আলোয় তাদের রুপোলি ধাতব শিরস্ত্রাণগুলো চকচক করছে। প্রহরীদের পিছনে আসছে অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনীর আরেকজন কর্মকর্তা।

পুরো দলটি প্যারেড গ্রাউন্ডে চলে এল। তারপর রাজ প্রহরীদের দলটি দুটি সারিতে ভাগ হয়ে একে অপরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। এরা

হচ্ছে আজকের নতুন প্রহরীর দল যারা এতক্ষণ ডিউটিতে থাকা প্রহরীদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবে। দুই দলই একে অপরের মুখোমুখি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর নতুন একজন প্রহরী কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্যান্য প্রহরীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলল যা আমি বুঝতে পারলাম না। প্রহরীদের চারজন লাইন থেকে বেরিয়ে মূল ভবনের তোরণের দিকে এগিয়ে চলল। বাইরের দর্শনার্থীরা একদম নড়াচড়া না করে এই মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনী দেখে ক্যামেরায় ছবি তুলতে লাগল। এখানে আমি আগেও কয়েকবার এসেছি এবং সৈন্যদলের পালা দেখে এতটুকু বুঝেছি যে আজ এখানে নিয়মিত আনুষ্ঠানিকতার বাড়তি আর কিছু ঘটবে না।

অতঃপর আমি দ্রুত মূল ভবনের অন্য দিকে এগিয়ে চললাম। চারজন অশ্বারোহী সৈন্য তাদের কমান্ডারের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই ছোট্ট উঠোনটাতে পৌঁছে গেছে। সেখানকার দর্শনার্থীদের ছোট্ট দলটি হয়ত অন্য প্রান্তের আনুষ্ঠানিকতাটা না দেখতে পেরে কিছুটা অনুতাপ করছে। আমরা যেহেতু পুরো কর্মকাণ্ড উপভোগ করেছিলাম, হয়ত এটা তাদের বিস্মিত করেছিল। উঠোনের মাঝে যেখানে ঘোড়ার উপর চারজন অশ্বারোহী প্রহরী বসে ছিল, সেখানে দুই তরুণ তাদের খুব কাছে চলে গিয়েছিল। তা দেখে লন্ডন পুলিশের একজন মহিলা কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় নিরাপদ স্থান নিশ্চিত করতে কঠোর কণ্ঠে বলে উঠলো, "অনুগ্রহ করে পিছিয়ে যাও, জায়গা করে দাও।" তারপর চারজন প্রহরী ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে ভবনের ভেতর ঢুকে গেল। এই পর্ব শেষ হয়ে গেছে ভেবে তখনই কিছু দর্শনার্থী উঠোন ছেড়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্মকর্তাটি দুজন প্রহরীকে নিয়ে বেরিয়ে এল। তারা দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীদের একজনের সামনে গিয়ে থামল। নতুন প্রহরীদের একজন এগিয়ে গিয়ে পুরনো একজন প্রহরীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কমান্ডিং অফিসারটি (প্রধান কর্মকর্তা) একটি কাগজে থাকা নির্দেশনামা পড়ছিল। ইতিমধ্যে ক্যামেরা ও ফোন হাতে দর্শনার্থীরা নিজেদের মাঝে ধাক্কাধাক্কি বাধিয়ে দিল। পুরনো প্রহরীটি জুতোর হিল দিয়ে মাটিতে আঘাত করে মার্চ করতে করতে কমান্ডিং অফিসারের দিকে মুখ করে তার দিকেই এগিয়ে গেল। নতুন প্রহরীটি হিল

দিয়ে মাটিতে আঘাত করে ডান দিকে এক কদম এগিয়ে গিয়ে শূন্য স্থানটি পূরণ করল। তারপর হাতে তরবারি ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এভাবেই একের পর এক অদলবদল করে। প্রহরীদের পালাবদল চলল।

এরপর আরও দুজন প্রহরী ঘোড়ায় চড়ে উঠোনের মাঝখানে কমান্ডিং অফিসারের সামনে এসে দাঁড়ালো। কমান্ডিং অফিসারটি এক টুকরো কাগজের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে নির্দেশগুলো পড়ে শোনালো। অতপর প্রহরী দুজন প্রধান ফটকের দুই পাশের দুই তোরণের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে আগে থেকে দায়িত্বরত প্রহরী দুজন তাদের পায়ের বুট দিয়ে ঘোড়ার গায়ে মৃদু টোকা দিয়ে ধীরে ধীরে ফুটপাথে উঠে গেল। লোকজন সরে গেলে প্রহরী দুজন প্রধান ফটক দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতেই নতুন দুজন অশ্বারোহী প্রহরী এসে তাদের জায়গা দখল করল। ক্যামেরা বন্ধ করে আমি ঘুরে দ্রুত হেঁটে ভবনের অন্য দিকের হর্স গার্ড প্যারেডের ভেতর ঢুকে পড়লাম। সেই সীমানা দড়ির দুই পাশে তখনও জনতা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি আমার আগের জায়গায় এসে দেখলাম জায়গাটা জনশূন্য, দড়ির ডান পাশে ম্যাচিং করা লাল সোয়েটার পরা সোনালী চুলের এক তরুণ দম্পতির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছবি তোলার জন্য যেই আমি ঘাড় থেকে ক্যামেরাটা হাতে নিলাম, লাল সোয়েটার পরা তরুণটি আমাকে চিনতে পেরে দন্ত বিকশিত হাসি দিয়ে বলল, "ফিরে আসার জন্য স্বাগত। এমনকি দেখুন, ছবি তোলার জন্য এই জায়গাটি আমি আপনার জন্যই আগলে রেখেছি। আচ্ছা, আপনি কি এখানে টয়লেট কোথায় জানেন? ছবি তোলা হয়ে গেলে অনুগ্রহ করে তা আমাকে জানাবেন।"

আমি সম্মতি জানিয়ে মনে মনে হাসি থামাতে পারলাম না। আর ভাবলাম, পরে তাকে জানাবো যে সে কী সব জিনিস মিস করে গেছে। চারপাশের ক্যামেরাগুলো আবার ক্লিক করা শুরু করেছে। চারজন অশ্বারোহী প্রহরী প্যারেড গ্রাউন্ডে এল, এদের আজকের দায়িত্ব শেষ। এরা গিয়ে অপেক্ষারত অন্যান্য পুরনো প্রহরীদের সাথে যোগ দিল। কমান্ডিং অফিসার এসে আরও কিছু হুকুম জারি করল।

অবশিষ্ট নতুন সৈন্যরা তাদের পালাবদলের দায়িত্ব নিতে মূল ভবনে চলে গেল। পুরনো সৈন্যরা বাঁয়ে ঘুরে লন্ডন পুলিশের নেতৃত্বে ঘোড়ার খুরের শব্দ তুলে তাদের ব্যারাকের রাস্তার দিকে চলে গেল। সেই শব্দ শুনতে শুনতে আমিও চললাম হর্স গার্ড জাদুঘরের দিকে। প্রহরীদের পরিবর্তনের এই আনুষ্ঠানিকতাটি একটি রাজকীয় আচার, যেটি আমার পুনঃপুনঃ লন্ডন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার একটি আনন্দদায়ক ও স্মৃতিবিজড়িত ঘটনা। বাকিংহাম

রাজপ্রাসাদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের এই হল একটি দিক, এখানে যে কেউ এসে দেখতে পাবে, কয়েক হাজার দর্শনার্থী রাজপ্রাসাদের চারপাশে গিজগিজ করছে।

আবার কিছু দুঃসাহসী দর্শনার্থীকে দেখা যাবে দেওয়াল বেয়ে উঠে ল্যাম্পপোস্ট ধরে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। আমি অবশ্য ভিড় এড়িয়ে খুব কাছ থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিতে বারবারই হর্স গার্ড প্যারেডে ছুটে যাই।

জাদুঘরে প্রবেশের টিকিট: ৭ পাউন্ড, জাদুঘরে ঢুকতে টিকিট লাগলেও দ্য হর্স গার্ড প্যারেডে গ্রাউন্ডে ঢুকতে কিন্তু তা লাগে না। এখান থেকে মাত্র ৫ মিনিট হাঁটলেই ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট। সেখান থেকে আরও ১০ মিনিট হেঁটে গেলে পার্লামেন্ট স্কয়ার ও বিখ্যাত বিগ বেনের দেখা মিলবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

Horse Guards Parade, Whitehall, London, SW1A 2AX, Household Cavalry Museum. Tube Charing Cross. WWW.householdwalarymuseum.co.uk, Tube: Trafalgar Square

▼ ঘোড়া পুলিশ